আমার প্রথম কর্মস্থলে যোগদানের কাহিনী

২ রা জুলাই ১৯৮৮ পোস্টিং অর্ডার হাতে পেয়ে কর্মস্থলে যাওয়ার পথ কি হবে তার খোজ নেয়া শুরু করলাম। এ ব্যাপারে সুলতান তার সহকর্মীদের সাথে আলাপ করে একটা রোড ম্যাপ করে দিল। সে আমার আত্বীয়, ওখানে চাকরি করে। বাসে করে সাতখিরায় তার বাসায় গেলাম। রাতের খাবার খেয়ে সেখান থেকে হুলার হাট গেলাম। একা জার্নি, খুব খারাপ লাখছিল। হুলার হাটে সস্তা একটা হোটেলে রাত্রি যাপন করলাম। লেট্রিনের অবস্থা ভাল না থাকায় পায়খানার কাজে ওটা ব্যাবহার করলাম না। পায়খানার বেগ নিয়েই ভোর ৫ টায় রিক্সা নিয়ে লঞ্চ ঘাটের দিকে রওনা দিলাম। ছিন্তাই হবার ভয়ে ভিত ছিলাম। ঘাটে গিয়ে বসলাম। একজন দুইজন করে পেসেঞ্জার এসে বসতে লাগল। আমি জীবনে তখনো লঞ্চ দেখিনি। আজ প্রথম লঞ্চ দেখব এবং উঠব। বাসের মত কি আগে টিকিট করতে হবে? না উঠে টিকিট করতে হবে? নানা দুসচিন্তা। স্থির করলাম আমার মত পেন্ট শার্ট পরা ভদ্রলোক যাত্রিরা যা করবে আমি তাই করব। দেখলাম দক্ষিণ দিক থেকে একটা বড় নৌযান আসতেছে। উপরে লিখা "এম ভি বাপ্পী"। বুঝতে পারলাম এটাই লঞ্চ। ঘাটে ভিড়ল। দেখলাম দোতলা নিচ তলা আছে। আমি পেন্ট পরা লোকদের দেখাদেখি দোতলায় গিয়ে বসলাম। বোকার মত এদিক সেদিক তাকালাম। বেঞ্চে হেলান দিয়ে বসলাম। লঞ্চ পুর্ব দিকে চলছে। পানি আর পানি। সীমাহীন পানি। জীবনে এত পানি দেখিনি। একটা লোক বেঞ্চে পা তূলে বেয়াদবের মত শুয়ে আছে। আমি তার প্রতি বেশ বিরক্ত বোধ করছিলাম। এক লোক ব্রিফ কেসে সুই দিয়ে খোদাই করে নাম লিখে দিচ্ছিল। আমিও পাচ টাকা দিয়ে নাম লিখালাম "সাদেক"। বারান্দায় গিয়ে দারালাম। পানি দেখে খুব ভাল লাগছিল। পানিতে অনেক মহিষ দেখতে পেলাম। মহিষ মাথা ডুবিয়ে ডুবিয়ে কি যেন খাচ্ছিল। আমি জানতাম মহিষ মাঠে ঘাস খায়। কিন্তু পানির নিচ থেকে কি খাচ্ছে সেটা আমি বুঝতে পারছিলাম না। আমার পাশে দাঁড়ানো এক জনকে জিগালাম " মহিষ পানির নিচ থেকে কি খাচ্ছে?" লোকটি আমাকে অসাভাবিক মানুষ ভেবে উত্তর না দিয়ে সরে পরল। অন্য দিকের বারান্দায় গিয়ে আরেকজনকে জিগালাম। সেও তাই করল। আমার কৌতূহল আরও বেড়ে গেলো। ভিতরে এসে একজনকে জিগালাম। সে বলল "কেন? ঘাস খায়।" আগের দুইজন তখন মনযোগ দিল। আমি জিগালাম "পানির নিচে ঘাস জন্মায় কেমনে?"

- এ টাতো মাঠ। মাঠে ঘাস খাচ্ছে।
- আমি তো দেখছি সাগরের মত।
- আপনার বাড়ী কই?
-(ভরকিয়ে গেলাম) টাংগাইল জেলায় সখিপুরে, পাহাড় অঞ্চলে।

পাশ থেকে একটু শিক্ষিত একজন বললেন

-আপনি বুঝি জোয়ারভাটা দেখেন নি। এখন জোয়ার। ভাটার সময় মহিষ ঘাস খাওয়া শুরু করেছিল, জোয়ারের পানিতে মাঠ ভরে গেছে, এখনো মহিষ মাথা ডুবিয়ে ডুবিয়ে ঘাস খাচ্ছে।

- এখন বুঝতে পেরেছি। বইয়ে পড়েছি।
-আপনি কি করেন? কোথায় যাচ্ছেন?
- আমি ডাক্তার। সরকারি চাকরি হয়েছে। যোগদান করতে যাচ্ছি।
-এম বি বি এস ডাক্তার?
- জি।

সবাই নড়েচড়ে বসে আমার দিকে মনযোগী হল। আমিও সাচ্ছন্দ বোধ করা শুরু করলাম। একে একে অনেকেই টুকটাক অসুখের কথা জানাল। আমি সমাধান দিলাম। আমি ওখানকার মধ্যমণি হয়ে গেলাম। যে লোকটি পা তুলে শুয়ে ছিল সেও পা নামিয়ে বসল। বলল

- ডাক্তার সাব, আমার সারাক্ষণ পায়ের তলা জ্বালাপোড়া করে। কেন এমন হয়?

এতক্ষনে আমি বুঝতে পারলাম কেন সে বেয়াদবের মত পা তুলে শুয়েছিল।

এভাবে সবার সাথে গল্প করতে করতে সকাল ১০ টার দিকে বরিশাল এসে পৌঁছলাম। সিভিল সার্জন অফিস থেকে কমুনিকেশন লেটার নিয়ে বাসে চরে বাকেরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কম্পলেক্সে চলে গেলাম। ইউএইচএফ পিও -র নিকট পরিচয় দিলাম। পাশে এক জন পাজামা পাঞ্জাবি পরিহিত ৫৪/৫৫ বছর বয়স্ক লোককে বললেন "এই যে আপনার মেডিকেল অফিসার এসে গেছেন। আর চিন্তা নাই। "

আমি যোগদানপত্রে সই করে অফিস ত্যাগ করলাম। ঐ লোকটি ছিল আমার সেন্টারের মেডিকেল এসিস্টেন্ট। আমরা চরামদ্দি সাব সেন্টারের উদ্যেশ্যে বাসে রওনা দিলাম। বরিশাল গিয়ে রাত্রিযাপন করে ছোট লঞ্চে করে পরেরদিন চরামদ্দি যেতে হবে। বাসে যেতে যেতে আলাপ হল। ওখানে স্টাফ কে কে আছেন জানতে চাইলাম। তিনি বললেন "ওখানে আছে একজন পাগলা ফার্মাসিস্ট। কোথায় থাকে, কি খায়, কি পরে তার ঠিক নাই। দেখলেই

বুঝবেন। আরেকজন পিওন আছে। তাকে দিয়ে কিচ্ছু করাতে পারবেন না। কিছু বললে উলটা আপনাকেই ভয় দেখায়ে দিবে। আপনি তো অনেক দুরের মানুষ। আপনি সামলাতে পারবেন কিনা। আপনার তো আবার নতুন চাকরী। অসুবিধা হবে না, আমি আছি না। " শুনে আমার শরীর শিরশির করে উঠল।

সন্ধার সময় আমাকে একটি কমদামী বোর্ডিং এ নিয়ে উঠালেন। চলে গিয়ে আবার ফিরে আসলেন দুইজন চোখে সুরমা দেয়া যুবক নিয়ে। বললেন "পরিচয় করে দিচ্ছি, ইনি আমার বন্ধু ডাঃ সাদেকুল ইসলাম তালুকদার.....। " আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এই বন্ধুকে আমি নিয়ন্ত্রণ করব কিভাবে। তাদের সাথে আলাপ হল। অনেক কথার পর তারা একটা কথা বলল " আপনি চিন্তা করবেননা। আমরা আছি না। অমুককে একটু টেক্টফুলি ম্যানেজ করতে পারলেই হল। তারা চলে গেলে আমি একটু বারান্দায় বেরুলাম। দেখলাম তারা পাশের রুমে দুইটি মেয়ের সাথে কেমন কেমন যেন কথা বলছে। আমি লুঙ্গী পরে লেট্রিনে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি এমন সময় বাইরে থেকে দরজার করা নাড়ল।
- কে?
- আমি বোর্ডিং এর লোক। কিছু লাগবে স্যার। আমি সব কিছুর ব্যাবস্থা করে দিতে পারি।
- আমার কিছু লাগবে না। আমি এখন ঘুমাব। ডিস্টার্ব করবেননা।
আমার বুঝতে দেরী হল না পাশের রুমের বোর্ডারদের কারবার। মেডিকেল এসিস্টেন্ট আমাকে রেখে তার ভাইয়ের বাসায় থাকতে গিয়েছে। আমি ভয়ে জড়সড় হয়ে গেলাম। পায়খানার বেগ থেমে গেল। বের হবার সাহস পেলাম না। গত রাতেও পায়খানা করতে পারিনি। অমনি শুয়ে পরলাম। কখন যেন ঘুমিয়ে পরেছি।

সকাল সাড়ে পাঁচটায় মেডিকেল এসিস্টেনের ডাক শুনে ঘুম থেকে উঠলাম। ছয়টায় বরিশাল থেকে ছোট লঞ্চে উঠলাম। নয়টার দিকে কাটাদিয়া ঘাটে নামলাম। ওখান থেকে ডিঙি নৌকায় উঠলাম। দুই কিলোমিটার যেতে হল নৌকায়। খালের ধারের মানুষ আমাকে দেখে জিগালো "সাহেব কে?"
- সাহেব আমাদের চরামদ্দির নতুন ডাক্তার। এম বি বি এস। এর আগে কেউ এম বি বি এস ছিলেন না।
- আমাদের সরকারি ডাক্তার?
- জি।
-খুব ভালো।
দশটার দিকে নৌকা থেকে নামলাম। তিনি দেখিয়ে বললেন "এটাই আপনার হাসপাতাল। " দেখলাম ডোয়াপাকা একটি পুরাতন টিনের ঘর। সামনে বারান্দা। হাসপাতালের সামনে প্রায় একশত জন লোক। একজন উস্কো খুসকো লোক কানে একটা বিড়ি আটকানো, গায়ে রান্নাকরার ছাই লাগানো শার্ট, মাঝে মাঝে বিড়ির আগুনে গোল গোল করে ছিদ্র করে পোড়া, কলিজার উপর নোংরা লুঙ্গি পরা, পিছনে লুঙ্গীর কোছে বিড়ির প্যাকেট, আমার দিকে ইংগিত করে জিগাইল "সাহেব কে?"
মেডিকেল এসিস্টেন্ট বললেন "ইনি আমাদের নতুন অফিসার, ময়মনসিংহ বাড়ী। "
তিনি আমাকে জিগালেন "আপনি এম বি বি এস?
- জি।
লোকটি লাফ দিয়ে দুই ফুট উচু জায়গায় উঠে দাড়ালেন। মেডিকেল এসিস্টেন্ট বললেন "ইনিই আপনার ফার্মাসিস্ট "।
ফার্মাসিস্ট নেতার ভংগিতে জনগনের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে লাগলেন
- ভাইসব, আপনারা শান্ত হউন। আমাদের এখানে জয়েন করতে এসেছেন যিনি তিনি এম বি বি এস, যা লন্ডন থেকে পাস করতে হয়। তিনি আগামীকাল থেকে আপনাদের দেখবেন। আজ তিনি বিশ্রাম নিবেন।
এরপর সবাই শান্ত হলেন। তিনি সবাইকে বিদায় করে আমার কাছে আসলেন।
আমি জিগালাম
- আপনাদের লেট্রিন কোথায়?
- আমাদের তো লেট্রিন নেই।
-তাহলে আপনি কি ব্যবহার করেন?
- আমি কলার পাতা দিয়ে একটু ঘেরাও করে বানিয়ে নিয়েছি।
- এটা কি?
- এটা ফ্যামিলি প্লানিং ভিজিটরের অফিস।
- এখানে লেট্রিন নেই?
- আছে। পাকা সেনিটারি লেট্রিন।

শুনে আমার তিন দিনের জমানো পায়খানার বেগ ফারাক্কা বাধের উজানের শক্তি নিয়ে নিচের দিকে ধেয়ে আসা শুরু করল।
- লেট্রিনের চাবি দিন।
- ওটা পিওনের কাছে।
- পিওন কই?
-বাজারে গিয়ে আড্ডা দিচ্ছে।
- ডাকেন তাকে।
তিনি দৌড়ে বাজারের দিকে চলে গেলেন। অনেকক্ষন পর ফিরে এসে বললেন
-পেলাম না।
- ঠিক আছে, আপনার টাই ব্যবহার করব। এক বদনা পানি আনেন।
তিনি পানি আনতে চলে গেলেন। আশার আলো দেখে আমার ঐটার বেগ আরও তিব্র আকার ধারন করল। তিনি খাবার পানির এক জগ পানি নিয়ে এলেন। আমি বললাম
- আমি তো পানি খাব না, পায়খনায় ব্যবহার করব, বদনায় পানি আনেন।
- স্যার, আমার এই জগ ছাড়া আর কিছু নাই। এইটা দিয়েই পানি খাই, এইটা নিয়েই পায়খানায় যাই।
আমার রাগে, দু:খে আবার বেগ নিস্তেজ হয়ে পরল। কিংকর্তব্যমিমুড়। মেডিকেল এসিস্টেন্ট মিটিমিটি হাসছে।
-আমার খুধা পেয়েছে। খাব কই?
ফার্মাসিস্টকে বললাম "যান, আমার সামনে থেকে"।
তিনি ইডিয়টের মত হেসে চলে গেলেন।
মেডিকেল এসিস্টেন্ট আমাকে বাজারে নিয়ে গিয়ে এক পেট খাওয়ালেন। আমি বললাম" আমি এখানে থাকতে পারব না। "
- চলেন আমাদের বাড়ী। এখান থেকে ৩ কিলো দুড়ে হবে।
- চলুন তাই হউক।
বিকেলে মেডিকেল এসিস্টেন্টের বাড়ী গেলাম। তার গ্রামের নামটা এখন মনে করতে পারছি না। গিয়েই লেট্রিনের খোজ নিলাম। তিনি তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করে দিলেন। পাকা লেট্রিন। তিন দিনের জমা রাখা জিনিসগুলি ত্যাগ করতে পেরে গোপাল ভারের মত প্রশান্তি পেলাম। তিন দিন গোসল করি নি। অত্যন্ত গরম আবহাওয়া ছিল। গোসল করতে চাইলাম। তিনি আমাকে তার বাড়ীর দক্ষিণ পাশে নিয়ে গেলেন। বিস্তির্ন এলাকা পানি আর পানি। দখিনা মিষ্টি বাতাস আসতেছিল। আমি শার্ট গেঞ্জি খুলে কিছুক্ষণ হাওয়া লাগালাম। অমন মিষ্টি হাওয়া আর কোথাও পাই নি। বিকেলে ঘুম দিলাম। রাতে তার ভাইয়ের সাথে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গল্প হল। আবার ঘুমালাম রাতে।

দুপুরের খাবার পোলাও মাংস খেয়ে বরিশাল রওনা দিলাম। বিকেল ছয়টায় ঢাকার লঞ্চে উঠলাম। ঢাকা থেকে বাসে ফিরতে হবে বাসে। হিসাব করে দেখলাম টাকা প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। তাই কেবিনে টিকিট না করে ৩০ টাকায় ডেকের টিকিট করলাম। ব্রিফকেস থেকে লুঙ্গী বের করে বিছিয়ে সুয়ে পড়লাম। কেউ যাতে চিনতে না পারে সেজন্য ব্রিফকেসের ডাঃ সাদেকুল ইসলাম তালুকদার লিখা কার্ডটা উল্টিয়ে লাগালাম। ব্রিফকেস ম্যাথায় দিয়ে ঘুমাতে চেস্টা করলাম। চারদিনের জার্নির ঘটনাগুলি মনে করতে করতে এক সময় কখন যেন ঘুমিয়ে পরেছি।

=====
ডাঃ সাদেকুল ইসলাম তালুকদার
ফেইসবুক পোস্ট
স্মৃতির পাতা থেকে
১৪/৬/২০১৭